ভাঙাচোরা মানুষ

নির্ঝর সেন

... সন্দীপের হঠাৎ মনে হয় সে নিজেও একটা গাছ হয়ে গেছে, মাটির গভীরে তার শিকড়, পাতায় পাতায় তার মর্মর ধ্বনির শিহরণ...

।। ১ ।।

সকালবেলা সন্দীপ ছাড়া পেল হাসপাতাল থেকে।

তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে ডাক্তার সোম বললেন --- এখন তো দিব্যি ভাল আছো ! তবু একটু সাবধানে থাকবে।

সন্দীপ প্রশ্ন করল --- আমি কি সেরে গেছি ?

ডাক্তার সোমের ঠোঁটদুটো হঠাৎ যেন অদ্ভুত ভাবে নড়তে থাকে ঃ অনেকটা ভুল ক্লাপ্‌স্টিক দেওয়া ফিল্মের সংলাপের মতো।

----নিশ্চয়ই (একি সারবার) ! একদম ফিট্ (আসতেই হবে আবার) !

পরস্পর বিরোধী এই বিশ্রী, গোলমেলে কথাগুলো, হতচকিত করে দেয় সন্দীপকে। কোন্‌টা ডাক্তারের ঠিক কথা? প্রথম টুক্‌রোটা ? নাকি, পরের বার যেটা শুনলো ? সে কি শুনতে ভুল করেছে ? না কি এটা কোন অসুখের লক্ষণ ? সে ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ডাক্তারের দিকে।

----ঠিক বুঝলাম না, স্যার ! আমি কি সত্যিই সেরে গেছি

----Yes, (impossible)

জুতোর শব্দ তুলে, ডাক্তারবাবু মসমসিয়ে চলে যান এমারজেন্সির দিকে।

বোকার মতো সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সন্দীপ।

হাসপাতালের গেটের বিশাল একাট কৃষ্ণচূড়া গাছ। তার বিবর্ণ ডাল, পাতাগুলো দমকা হাওয়ায় দুলতে দুলতে, ফিস ফিস করে বলে উঠলো ---- আর একজন --- আর একজন --- !

একপা বাড়িয়েই আবার থমকায় সন্দীপ ।এ-সবের মানে কি ? গাছেও কি কথা বলতে পারে ? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে প্রায় নিজের মনেই বলল--- কে, আর একজন ?

----তুমি ।আমার - ই-মতো!

সন্দীপ এতক্ষণে বেশ বুঝতে পারে , সে আদৌ সুস্থ হয় নি। তা না হলে, ডাক্তার সোমের কথাগুলোই বা এমন গোলমেলে লাগল কেন ? তাছাড়া, গাছেরা কি কথা বলে ? সে কি সাধু, না জগদীশচন্দ্র !

শীতের নিঃশব্দ ধূসরতা ছড়িয়ে পড়েছে বিজ্ঞাপনে - মোড়া শহরের পথে। বিবর্ণ, বিষণ্ণ গাছের সারি, ট্রামের ঘন্টারশব্দ, ফুটপাতে ফেরিওয়ালার চিৎকার, কলেজের রঙিন ছাত্রীরা নিবিড় গল্প করতে করতে চলে যাচ্ছে। চারপাশের এই সাধারণ দৃশ্যগুলি দেখতে দেখতে, অনেকদিন পর, আজ হঠাৎ সন্দীপের নতুন করে বেঁচে থাকার ইচ্ছে হয়। আঃ, কতদিন

পর ? কতদিন সে ওই মানসিক - হাসপাতালের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে ছিল ? কি হয়েছিল তার ? সিজোফ্রেনিয়া ? প্যারানেইয়া ? না অন্যকিছু ? এমন কিছু, যা হয়ত বইতে লেখা নেই। এতটুকু মস্তিকের মধ্যে কি যে আছে মানুষের ? সীমাহীন, অন্ধকার অতল সমুদ্র ? কিছুই তো বুঝি না।

ফুটপাতের পাশে একটা চায়ের দোকানে গলাটা ভিজিয়ে নিতে বসে সে।
চায়ের কাপে সবেমাত্র একটা চুমুক দিয়েছে, দোকানদার বললে --- একটা বিস্কুট দিই তোকে ?
এ আবার কি কথা !
চেকলুঙ্গি, গেঞ্জি পরা, বেঁটেখাঁট চেহারার এই গোমড়ামুখো লোকটা এভাবে কথা বললো কেন ? একটু অবাক হয়ে তাকাতেই, লোকটা এবার ফিক্ করে হেসে ফেলে --- শালা, পবনকে ভুলে গেছিস ? গরিব বলে ? সুরেন্দ্রনাথে তিন বছর একসাথে রগড়ালাম,
---এর মধ্যেই সব ভুলে গেছে ?
সন্দীপ তবুও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। ভাল করে শোনার চেষ্টা কলে, এর ভেতরেও কোন লুকোনো কথা আছে কিনা।
---সত্যিই চিনতে পারিস নি ?
----পারব না ?
---তবু ভাল ! নে, বিস্কুট খা।
ফুটপাতের ওপর একটা টেবিল পেতে, চায়ের দোকান বসিয়েছেন পবন। নিচে একপাশে, স্টোভে চায়ের জল ফুটছে। কেট্‌লির চা কাপে ঢালতে ঢালতে পবন বলে --- চাকরি - বাকরি তো আর হল না ! তাই একটা দোকানই দিলাম শেষ পর্যন্ত। চলে যাচ্ছে মোটামুটি।
---ভাল করেছিস।
---তারপর, তোর খবর কি ?
সন্দীপ মাথা নেড়ে বললো ---তেমন কিছু না। একটা অফিসে কাজ করতাম। চার বছর হল, বসিয়ে দিয়েছে।
---সে কি রে ! ত্রখন কি করছিস, তাহলে ?
---কিচ্চু না ! এই তো আজ সকালে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম।
পবন এবার অবাক হয়ে যায়।
----কেন, কি হয়েছিল
এর ভেতরে সত্যিই কোন লুকানো কথা নেই। একে বলা যায়।
সন্দীপ বলল --- তেমন কিছু না। এই একটু মাথার গোলমাল। চলি রে-- ! কত যেন হল তোর ?
পয়সা নিতে চাইল না পবন। সে শুকনো মুখে বলল --- কাছেই তো থাকি, চল না----।
সন্দীপ বলল --- না রে, অন্যদিন হবে। আজ দু-একজনের সঙ্গে একটু দেখা করতেই হবে। তারপর যাব হালিশহরে, বয়স হয়েছে মা -য়ের, অনেকদিন দেখি নি।

।।২।।
সন্দীপ ভেবে দেখেছে, যে ও অভি -নেতা, ---এই দুইয়ের মধ্যে অনেক দিক থেকেই বেশ একটা মিল আছে !
দুজনকেই কণ্ঠস্বরের যত্ন নিতে হয় ; অভিনয় দক্ষতার সাথে সাথে, দুজনেরই চাই কণ্ঠস্বরের modulation ; আর সংজ স্বাভাবিক ভাবে, যে কোন বিষয়কে নাটকীয় ভঙ্গীতে উপস্থাপনা করবার প্রতিভা, ----হোক না তা
আগাগোড়া মিথ্যে!

সন্দীপের বন্ধ হয়ে যাওয়া অফিসের ইউনিয়ান - সেক্রেটারি বিমান বাঁড়ুজ্জের নেতা বলে বেশ একটা খ্যাতি আছে।এমন কি অফিসের ইউনিয়ানের বাইরেও। কোনো একটি তথাকথিত মার্ক্সবাদী দলের ও মাঝারি মাপের নেতা সে, কিন্তু তার

মুখোমুখি হলে, সন্দীপরে প্রথমেই একটা কথা মনে হয়, যে লোকটা এ লাইনে না এসে, যদি অভিনয়ে আসত, তাহলে দেশ সত্যিই অনেক কিছু পেত।
মানিকতলায় একটা ছিমছাম ফ্ল্যাটে থাকে বিমান। এর আগেও কয়েকবার এখানে এসেছে সে; কিন্তু আজ ঢোকার মুখেই বাধা পেল সন্দীপ। গেটের সামনে ঢুলে বসে আছে এক নেপালি দারোয়ান। সে বললে --- কে কাকে চাই ?
সন্দীপ বোঝে, যে বিমান ইতিমধ্যেই আরো বড় হয়ে গেছে ; আজকাল সে দারোয়ানও পুষছে।
সে সংক্ষেপে বলল --- বিমান বাঁড়ুজ্জেকে ডাক্ । বল্ সন্দীপ এসেছে। ঠিক চলে আসবে।
---সাহেব খুব ব্যস্ত।
সন্দীপ এবার মেজাজটা ঠিক রাখতে পারে না। চিৎকার করে বলে। তুই ডাকবি, না আমিই যাব? স্টাফদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা মেরে দিয়ে, সাহেব হয়েছে শালা !
কথা কাটাকাটির শব্দে বিমান একটা ছোট্ট ভুল করে বসে। সে নিজেই এবার বেরিয়ে আসে ঘরের পর্দা সরিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা সাদা হয়ে যায়।
---তুই!
---চিনতে পেরেছিস তাহলে? এটাকে সরতে বল্ কথা আছে তোর সাথে।
---ভাই আজ তোকে সময় দিতে পারব না (শালা মারবে না তো !) এক্ষুনি রাইটার্সে যেতে হবে।
আবার একটা ধাপ্পা।
---তুই গেট খুলবি কি-না ? আমার হিসাব চাই, বুঝিয়ে দে।
---(এ বাবা, সে তো কবেই তামাদি) শোন্ ভাইটি, এই বিষয়েই আজ অর্থমন্ত্রীর সাথে বসছি আমরা. (আর কত মরব ?) সঙ্গে পালদা যাচ্ছে, সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ান নেতা, কমরেড অমুকচন্দ্র তমুক ---

বিমানের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে, ওর অনর্গল অর্থহীন, স্ববিরোধী, মিথ্যে কথাগুলো শুনতেশুনতে, শুধু ঘৃণা নয়, হাসি নয়,---হঠাৎ একটা করুণা অনুভব করে সন্দীপ । তীব্র যন্ত্রনায় তার মুখটা বিকৃত হয়েযায় । তবু সে শান্তভাবে বলে --- আজ সকালেই আমি পাগলাগারদ থেকে ছাড়া পেয়েছি বিমান । জায়গাটা খালি আছে। তোর জন্য । তোদের জন্য । যেতে হবে তোদেরও। আজ, না হয় কাল । বাঁচবি না। তোরাও বাঁচবি না।

।।৩ ।।

উত্তর কলকাতার এই পুরোনো গলিটা সন্দীপের কত কালের চেনা। সোঁদা গন্ধেভরা এই ঝাঁঝালো দুপুর, শালিকের ডাক, সুতৃপ্তির মিষ্টি দইয়ের ঠান্ডা স্বাদ --- মমতা, এখনো তোমার মনে আছে ?
কত বছর হয়ে গেল ? সেই যখন বিবেকানন্দ টিউটোরিয়ালে বসতাম পাশাপাশি ? দুর্গাপুজোর রাত জেগে প্রতিমা দেখা; বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গল্পে বিভোর হয়ে থাকা সেই বিকেলগুলো, ---মমতা, তোমার মনে পড়ে ?

গাঢ় নীল রঙের কাটের দরজার ওপর, সাদা রঙ দিয়ে বেশ বড় বড় করে লেখা ঃ ২৪১-এ, হরিশ দত্ত লেন। এইতো সেই বাড়ি। কত মধ্য দুপুর, বিকেল আর সন্ধ্যা কেটেছে এর নির্জন চিলেকোঠায়। দরজার ওপরে কলিং বেল বাজিয়ে একটু অপেক্ষা করে সন্দীপ। একটু পরে দরজা খোলে। হ্যাঁ, মমতা -ই তো!
সেই এক রকম -ই আছে। ছিপছিপে, সুন্দর, নীল সুতির আটপৌরে চমৎকার মানিয়েছে।
----একি, তুমি!
মমতাকে দেখে মনে হল, যেন সে ভূত দেখছে চোখের সামনে।
----হ্যাঁ। আজকেই ছেড়ে দিল কি-না ! খেতে বসেছিলে বুঝি ?
মমতার এঁটো হাতে তখনো লেগে আছে ভাত-ডাল-তরকারির স্নিগ্ধ সুবাস।
কতদিন, ---কতদিন হয়ে গেল মমতা, তোমার আজ বোধহয় মনেই পড়ে না ; এমনি এক ভরা দুপুরবেলা, তুমি আমায়

নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছিলে। আজও বড় ক্ষিদে পেয়েছে মমতা ; কিছু খেতে দেবে ? খাইয়ে দিতে দিতে না পারো, ফিরিয়ে দিও না! বলতে ইচ্ছে করে এইসব । বলা যায় না।

মমতা একটু ইতঃস্তত করে আড়ষ্টভাবে বলল --- তুমি কি এখন ভেতরে আসবে নাকি ?বাড়িতে দাদা - বৌদি কেউনেই কিন্তু।
হাসি পায় সন্দীপের । এ কথাটাও কি জিজ্ঞাসা করতে হয় ? না- সম্পর্ক এমন -ই ? একদিন, অনাদরে সে কোথায়যে পড়ে থাকে মনেও পড়ে না। তোমার ওই চোখের ভাষা বলে দিচ্ছে মমতা, যে আমরা এখন অনেক দূরের !
সন্দীপ তবু মৃদু স্বরে বলে --- তেষ্টা পেয়েছে খুব । একটু জল হবে?
---এসো তাহলে ভেতরে (অসহ্য) !
শেষের টুকরো কথাটা অবশ্যই তার ঠোঁটে ছিল না, কিন্তু সেই মৃদু ফিস্‌ফিসানি, ডাবিং - করা সংলাপের মতো উচচারণ স্পষ্টই শুনতে পায় সন্দীপ । তার বুকের ভেতরটা স্তব্ধ, হিম হয়ে আসে। নাঃ, আর কোথাও তার যাবার নৌ।
বারান্দায় একটা ছোট টুলের ওপর বসে সন্দীপ।
----হালিশহর গিয়েছিলে ?
জলের গ্লাশ এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে মমতা।
----কই আর গেলাম ! বললাম যে আজই সকালে ওরা রিলিজ করে দিয়েছে আমাকে ---।
---ও ঃ!
মমতা দরজার পাশে ; সারা শরীরে কেমন অস্বস্তি নিয়ে , চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। একদিন! এই বিশ্রী চেহারা, ক্ষচুল, মুখে একরাশ কাঁচা পাকা দাড়ি) !
ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে সন্দীপ শুধু তাকিয়ে থাকে মমতার মুখের দিকে। মমতা আবার জিজ্ঞাসা করে...
----কিছু বলছ না যে ?
----কোন কথাটার উত্তর দেব ? তোমার মুখের ? না, পরেরটা ? যেটা তোমার ভেতরের ?
মমতা হতচকিত হয়ে যায়।
---তার মানে ? (এ তো একই রকম আছে দেখছি ! কিংবা, আরও খারাপ)
---ঠিকই ধরেছ মমতা। আমি পুরোপুরি সারিনি বোধহয়। কেননা মানুষের ভেতরের সব কথাই আমি শুনতে পাই। এমন কি, বোধহয় গাছপালার কথাও --- ! আমি জানিনা, কি ভাবে এটা হচ্ছে ; আর তবুও ওরা আমাকে ছেড়ে দিলে। আমি কি করব ?
আবার মমতা ঠোঁট নাড়ে। কিন্তু শুধু ওর ডাবিং করা সংলাপটুকুই শোনে সন্দীপ।
--(কি চায় লোকটা ? পুরোনো প্রেমের কাসুন্দি ঘাঁটতে চায় নতুন করে ? কিন্তু তমাল যদি জানতে পারে ?)

জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নড়বড় করে উঠে দাঁড়ায় সন্দীপ । তরপর খুব মৃদুস্বরে বলে ---না ---না, তমাল কিছুজানবে না। তমাল কেন, পৃথিবীর কেউ কিচছু জানবে না। কিন্তু, আমি কোন দাবী নিয়ে তো তোমার কাছে আসিনি মমতা ! শুধু একটু দেখতে এসেছিলাম তোমায়। কারণ, একদিন আমিও তো ভালবেসেছিলাম ----। চলি, তুমি ভাল থেকো।

।। ৪ ।।
শিয়ালদা থেকে শান্তিপুর - লোকালে নৈহাটি। সেখান থেকে হালিশহর, যেখানে সন্দীপ বড় হয়ে উঠেছে --- যার নিবিড় শান্ত ছায়ার মধ্যে সে একদিন দেখেছিল শান্তির স্বপ্ন, সুখ আর ভালবাসার আশ্রয়।
দু - পাশে ছাড়িয়ে থাকা বিষন্ন গাছপালা । ধূসর শীতের সন্ধ্যায় তখন দোকানগুলিতে একে একে আলো জ্বলে উঠছিল। আজকাল আর তেমন ক্ষুধাতৃষ্ণা বুঝতে পারে না সন্দীপ। সময়ে না খেলে, হয়ত মরে-ই যায় ক্ষিদে - টা । তবু সে বসে গিয়ে একটা খাবার দেকানে।

এই দোকানদার তার অনেকদিনের চেনা ; এক পাড়াতেই কাছাকাছি বাড়ি। ডিম- পাঁউটির অর্ডার দিয়ে, একটা বিড়ি ধরায় সে।
টেবিলের ওপর সকালের বাসি খবরের কাগজ ; আস্তেআস্তে চোখ বোলচ্ছিল। দোকানী বলল --- আজই এলে বুঝি ?
----হ্যাঁ।
----মায়ের মৃত্যু - সংবাদটা পেয়েছো তাহলে ?
পাঁউটির টুকরোটা হাতের মধ্যেই থেকে যায়। হঠাৎ পাথরের মতো শুদ্ধ, নিস্পন্দ হয়ে যায় সন্দীপ।
ধূসর হিম সন্ধ্যার বাতাস, বুকের হলুদ ঝরা - পাতাগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়।
মা নেই ?

।। ৫ ।।

ঘরের চাবিটা দিতে দিতে রাঙা - পিসিমা বলল ---- সেই যখন এলি বাবা, আর কটা দিন আগে আসতে পারলি না ? মরার আগে ছেলের হাতের জলটুকুও পেল না বুটি ! তারপর সেই পাড়ার লোকেরা ---
ঘরে ঢুকতে ইচ্ছা করে না। তবুও একবার দরজা খোলে। শূন্য ঘর ; শূন্য বিছানা। পায়ে পায়ে সে বেরিয়ে আসে বারান্দায়; তারপর উঠোনে। লতিয়ে উঠেছে বুনো লতাপাত। দু - চারটে ফল - ফুলের গাছ। তারই মধ্যে দিয়ে, বিষন্ন মৃদু মর্মর ধ্বনি তুলে , বয়ে যাচ্ছে সান্ধ্য বাতাস।
কি বলছে সে ? কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে সন্দীপ।
----নেই, কেউ নেই !
উঠোনের এক কোনে কতকালের সেই চাঁপা গাছটা । মায়ের নিজের হাতে বসানো একসময় প্রচুর ফুল ফুটতো গাছটায়। আজকাল আর ফোটেকি ?
নিবিড় মমতায় গাছটায় হাত রাখে সে।
স্পষ্ট একটা দীর্ঘ্বাসের শব্দ সে শুনতে পায়। ঠিক মায়ের মতো।
----কেমন আছিস ?
----কেমন দেখছো ?
----ভালো না।
----তবে জিজ্ঞেস করছো কেন ? তুমি কেমন আছো ?
----আমি তো ভালই থাকতে চাই ; কিন্তু তোকে দেখতে পাই না যে !
সন্দীপ মৃদু হাসে।
----আমি ভাল নেই। আমাকে সবাই ভুলে গেছে।
----আমি তোকে ভুলিনি সন্দীপ । বড্ড রোগা হয়ে গেছিস তুই।

চাঁপা গাছটার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, সন্দীপের হঠাৎ মনে হয় সে নিজেও একটা গাছ হয়ে গেছে ; মাটির গভীরে তার শিকড় ; পাতায় পাতায় তার মর্মর ধ্বনির শিহরণ !
----আসলে, আমাকে আর কেউ চায় না !
----আমি চাই।
----আমি ঠিক কা কথা বুঝতে পারি না। আমার কথাও কেউ বোঝে না।
----আমি বুঝি। তুই সব কথা আমাকে বলবি।
----বলব।
----তুই আমাকে ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না। আমার আর কোথাও যাবার নেই ! কেউ নেই আমার।

তাদের এইসব অর্থহীন, অসংলগ্ন কথার ভিতর দিয়ে অবিরল বয়ে যাচ্ছিল সন্ধ্যার ধূসর বাতাস, আর ঝরে যাওয়া হলুদ পাতার বিষন্ন মর্মরধবনি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com